দৈনিক
ইত্তেফাক

16 MAR 2018
তারিখ 17 MAR 2018
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কারিগরি শিক্ষায় আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি

দক্ষ জনশক্তি পৃথিবীর যেকোনো রাষ্ট্রের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম প্রধান শর্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নূতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। সেই পরিবর্তনের সহিত তাল মিলাইয়া দেশে উন্নত, শিক্ষিত ও বেকারমুক্ত দক্ষ মানবসম্পদ তৈয়ারীর কোনো বিকল্প নাই। সেইক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেরিতে হইলেও এই ব্যাপারে আমাদের দিন দিন বোধোদয় হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিবার বিষয়টি তাহারই প্রমাণবহ। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে দেশে কারিগরি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ শতাংশে উন্নীত হইয়াছে। অথচ এক দশক আগেও দেশে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে কারিগরি শিক্ষার্থী ছিল মাত্র এক শতাংশ। ইহা নিঃসন্দেহে একটি বড় ধরনের অগ্রগতি। গত মঙ্গলবার রাজধানীতে কারিগরি শিক্ষার্থীদের জন্য 'প্লেসমেন্ট কনফারেন্স ২০১৮' শীর্ষক এক ব্যতিক্রমী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে অনেকে ফুলটাইম ও পার্টটাইম চাকুরি লাভ করেন। কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় এই 'প্লেসমেন্ট' সুবিধা থাকিবার কারণেও এই শিক্ষা দিন দিন জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে আমাদের দেশে।

বাংলাদেশ অচিরেই একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হইতে যাইতেছে। এই মাসেই আমরা উন্নয়নশীল দেশের তকমা পাইতে পারি জাতিসংঘের মাধ্যমে। একইসঙ্গে আমরা আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হইবার স্বপ্ন দেখিতেছি। ইহাছাড়া বলা হইতেছে, বিশ্ব অর্থনীতি এখন এশিয়ামুখী বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দিকে শিফট করিতেছে। এই কারণে আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এখনকার স্লোগান হইল, 'সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের'। এই কথাটা কত সত্য তাহার প্রমাণ হইল ২০১২ সালেই সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা বাংলাদেশকে 'এশিয়ার টাইগার' হিসাবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের শহর-নগর-গ্রাম সর্বত্র যে হারে অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ চলিতেছে, তাহা হইতেও আজ ইহা প্রমাণিত। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আগাইয়া নিতে হইলে আমাদের কারিগরি শিক্ষার ওপর আরো জোর দিতে হইবে। আমরা জানি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান কঠোর পরিশ্রম আর কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগাইয়া কোনো প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াই বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। প্রায় সমানসংখ্যক জনসংখ্যা, সমতলভূমি বিবেচনায় জনসংখ্যার ঘনত্বের মিল থাকিবার পরও শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার অভাবে আমরা পিছাইয়া আছি। মালয়েশিয়া হইতে স্বাধীনতা পাওয়া সিঙ্গাপুরের বিপুল উন্নয়নের পিছনেও আছে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিককে সম্পদে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা।

অতএব, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে একটি উৎপাদনশীল মানবশক্তিতে রূপান্তরিত করিতে হইলে কারিগরি শিক্ষাকে আমাদের অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হইবে। আমরা যদি টেকসই উন্নয়নের দাবি করি, তাহা হইলে শুধু পোশাক শিল্প ও প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভর না করিয়া আমাদের শিল্পায়নের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই অনুযায়ী তৈরি করিতে হইবে পরিকল্পিত ও দক্ষ জনবল যাহার সোপান হইল কারিগরি শিক্ষা। ইতোমধ্যে সরকার কারিগরি শিক্ষাকে ২০২০ সালে ২০ শতাংশ ও ২০৩০ সালে ৩০ শতাংশে উন্নীত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই লক্ষ্য অর্জনে এখন হইতে মনোযোগী হইতে হইবে।